গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেলপথ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন-১ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন এর আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ/কর্মকান্ডের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
সময়	ঃ	বিকাল ০৩.০০ টা
তারিখ	ঃ	১৪.০৫.২০১৫ খৃঃ
স্থান	ঃ	৮ম তলার সভা কক্ষ
উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, গত ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কতিপয় নির্দেশনা/অনুশাসন প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা/অনুশাসন বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সভা আহ্বান করা হয়েছে। তিনি এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) কে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য আহ্বান করেন। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন এবং নির্দেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এবং তার অগ্রগতি সম্পর্কে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
১	দেশের সকল জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে।	• বর্তমানে ৪৪ টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে যে সকল প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং শীঘ্রই যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তাতে নতুন করে মোট ৯ টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। অবশিষ্ট জেলাসমূহকে পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরা হলো ঃ ১.১ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া-কাশিয়ানী-টুঙ্গীপাড়া প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গোপালগঞ্জ জেলা রেল নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হবে।	• দেশের অন্যান্য সকল জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য পর্যায়ক্রমে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নঃ ও পরিঃ), মহাপরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
		• কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন শেষে ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। • কাশিয়ানি-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া সেকশনের কাজ চলমান রয়েছে। এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৬৬.৬৩%। • কাশিয়ানি থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত মোট ৩৫ কিঃমিঃ রেললাইনের মধ্যে ব্রীজ ও ট্র্যাকের দরপত্র ইতোমধ্যে আহ্বান করা হয়েছে। ব্রীজ প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং ট্র্যাক প্যাকেজের দরপত্র সিসিজিপি'তে প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পের আরডিপিপির ওপর গত ১৮.১২.২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে পুর্নগঠিত আরডিপিপি ১৮.০৫.২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	• প্রেরিত আরডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। • প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	
		১.২ খুলনা-মংলা রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাগেরহাট জেলা নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। • খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিপি একনেকে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (ইতোমধ্যে তা অনুমোদন করা হয়েছে) • এ প্রকল্পের অধীনে মোট ২টি প্যাকেজ রয়েছে। ১টি ব্রীজ নির্মাণ প্যাকেজ এবং অন্যটি ট্র্যাকসহ অন্যান্য কাজ সংক্রান্ত প্যাকেজ। উভয় প্যাকেজের ক্রয় প্রস্তাব সিসিজিপিতে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	• খুলনা হতে মংলা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২ টি প্যাকেজের ক্রয় প্রস্তাব দ্রুত সিসিজিপিতে প্রেরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নঃ ও পরিঃ)
		১.৩ দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার জেলা বাংলাদেশ রেলওয়ের নেটওয়ার্কভুক্ত হবে। • প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। অর্থায়নের জন্য প্রকল্পের নতুন পিডিপিপি ০৮.০২.২০১৫ তারিখে ERD তে প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পটি চীনা অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য 'China Railway Group Limited' নামক একটি চীনা কোম্পানীর সাথে গত ০১.১২.২০১৪ তারিখে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। • প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	• প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) বাংলাদেশ রেলওয়ে

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
		১.৪ নাভারন হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সাতক্ষীরা জেলা রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে। • প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা Final Report ডিসেম্বর/২০১৪ তে দাখিল করা হয়েছে। • পরামর্শকের রিপোর্টের ভিত্তিতে নাভারণ থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত এবং সাতক্ষীরা থেকে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের লক্ষে দু'টি আলাদা ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	• আগামী ১ মাসের মধ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে
		১.৫ দর্শনা হতে ডামুরহুদা হয়ে মুজিবনগর এবং মেহেরপুর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মেহেরপুর জেলা নেটওয়ার্কভুক্ত হবে। • গত ২৪.০৯.২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। • পরিকল্পনা কমিশনের ১৩.১২.১৪ তারিখের পত্রানুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পে ৫২ কেজি রেলের পরিবর্তে ৬০ কেজি রেল ব্যবহার এবং ভূমি অধিগ্রহণের দর হাল নাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। • সে প্রেক্ষিতে গত ০৫.০৪.২০১৫ তারিখে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি'র ওপর রেলপথ মন্ত্রণালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং ২০.০৫.২০১৫ তারিখের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	• আগামী ৭ দিনের মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নঃ ও পরিঃ), মহাপরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে
		১.৬ পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পঃ পর্যায়-১ (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর জেলা রেল নেটওয়ার্কভূক্ত হবে। • প্রকল্পের ডিপিপি ২৪.০৩.২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পের পিডিপিপি অর্থায়ন অনুমোদনের জন্য গত ১০.০২.২০১৫ তারিখে ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পটি অর্থায়নসহ বাস্তবায়নের জন্য China Rilway Group Ltd. এর সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮.০১.২০১৫ তারিখে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।	• ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক আরসিআই প্রজেক্ট বাংলাদেশ রেলওয়ে
		১.৭ পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পঃ পর্যায়-২ (ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নড়াইল জেলা নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। • 'সাব রিজিওনাল রেল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এডিবি অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত। পিডিডিপি অর্থায়নের জন্য ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পটি অর্থায়নসহ বাস্তবায়নের জন্য China Rilway Group Ltd. এর সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮.০১.২০১৫ তারিখে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।	• প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক আরসিআই প্রজেক্ট বাংলাদেশ রেলওয়ে

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
২	যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান ২টি অঞ্চলকে ৪টি অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি জোনে বিভক্ত। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাকশি এবং লালমনিরহাট এ ৪টি অপারেটিং ডিভিশন রয়েছে। বিদ্যমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও অপারেশনাল বিষয় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এ পর্যায়ে আরও ২টি নতুন জোন সৃষ্টির বিষয়ে যুগ্ম-সচিব (ভূমি), যুগ্ম- মহাপরিচালক (অপারেশন), যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিকাল), পরিচালক (সংস্থাপন) এবং পরিচালক (প্রকৌশল) সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। কমিটির প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	• আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে ও যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
৩	পদ্মা সেতুর উভয় পার্শ্বে রেল সংযোগ স্থাপনের জন্য অনতিবিলম্বে ডিপিপি তৈরী করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	বিষয়টি ১ নং ক্রমিকে আলোচিত হয়েছে।	-	মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক আরসিআই প্রজেক্ট বাংলাদেশ রেলওয়ে
৪	বঙ্গবন্ধু ব্রীজের সমান্তরাল একটি রেল সেতু নির্মাণ করতে হবে।	• গত ২৪.০৩.২০১৫ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। জাইকা মিশনের সাথে আলোচনা করে প্রকল্পের ব্যয় এবং পিএ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন পরামর্শ প্রদান করেছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	• পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী জাইকা মিশনের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্রই প্রকল্পের ডিপিপি পুন:প্রণয়নপূর্বক প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক আরসিআই প্রজেক্ট বাংলাদেশ রেলওয়ে
৫	যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহ করতে হবে।	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ ৫.১ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ২৭.১১.২০১৪ তারিখে প্রকল্পের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। • গত ১৫.১২.২০১৪ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। • ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত ১ম পর্যায়ের ডিজাইন ইতোমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে।	• প্রকল্পের বর্ণিত কোচগুলো যথাশীঘ্রই সংগ্রহ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) বাংলাদেশ রেলওয়ে

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
		৫.২ ভারতীয় অর্থায়নে ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের প্রকল্পটি গত ১৬.০৯.২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ক্রয় প্রস্তাব গত ২১.১২.২০১৪ তারিখে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • Exim Bank of India কর্তৃক ২৭.০২.২০১৫ Contract Documents অনুমোদন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এলসি খোলা হয়েছে। জানুয়ারী/২০১৬ হতে কোচ সরবরাহ পাওয়া যাবে।	• প্রকল্পের বর্ণিত কোচগুলো দ্রুত সংগ্রহ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে
		৫.৩ সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রথমবার আহবানকৃত দরপত্র বাতিল হওয়ায় প্রকল্পটির .বিপরীতে গত ২২.১২.২০১৪ তারিখে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়। • গত ২০.০৫.২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা হবে।	• দরপত্র মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (প্রকল্প) বাংলাদেশ রেলওয়ে
		৫.৪ পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ উন্নয়ন প্রকল্পের আরডিপিপি গত ২০.০১.২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • গত ১২.০৩.২০১৫ তারিখে ৩ টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। গত ০৬.০৫.২০১৫ এবং ১৪.০৫.২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ঐ	মহাপরিচালক ও প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পূর্ব) বাংলাদেশ রেলওয়ে
		৫.৫ জিওবি অর্থায়নে ৫০টি এমজি এবং ৫০টি বিজি যাত্রিবাহী কোচ পুনর্বাসনের ডিপিপি গত ০৩.০২.২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • ইতোমধ্যে প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ৩০.০৪..২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ঐ	মহাপরিচালক ও বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক, সৈয়দপুর, কারখানা। বাংলাদেশ রেলওয়ে
		৫.৬ টেন্ডারার্স ফিন্যান্সিং এর আওতায় ২০০টি এমজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইআরডির মতামতসহ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৯.০২.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে গত ০১.০৩.২০১৫ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুর্নগঠন কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়েতে চলমান আছে। • ইতোমধ্যে Tender validity period ১৪ জুন/২০১৫ পর্যন্ত পঞ্চমবারের মত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	• আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) বাংলাদেশ রেলওয়ে
		৫.৭ ২৬৪ টি এমজি যাত্রীবাহী কোচ ও ১০ টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহের জন্য এডিবি অর্থায়ন করতে সম্মত হয়েছে এবং এডিবি এর সাথে আলোচনা করে আগামী জুলাই, ২০১৫ এর মধ্যে টেন্ডার আহবান করার একটি টাইমলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। • ADB country Programming Mission $200 million দিতে সম্মত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	• আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
		৫.৮ ইডিসিএফ এর অর্থায়নে ১৫০টি এমজি যাত্রীবাহী কোচ ও ৩০ টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়া কার্যক্রমের আওতায় এক্সিম ব্যাংক এর প্রতিনিধি কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান রয়েছে। • এ বিষয়ে দু'টি আলাদা প্রকল্প নেয়া হয়েছে। লোকোমোটিভ সংক্রান্ত প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে অর্থায়ন নিশ্চিতসহ পুনরায় প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। যাত্রীবাহী কোচ সংক্রান্ত প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	• দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে
৬	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মোট ৩২০ কিলোমিটার রেল লাইন রয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা থেকে টংগী পর্যন্ত ২৩ কি.মি. ডুয়েলগেজ লাইন রয়েছে এবং লাকসাম-আখাউড়া পর্যন্ত ৭২ কি.মি. ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প গত ২৩.১২.২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। • গত ০৪.০৫.২০১৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ০৬.০৭.২০১৫ তারিখে দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।	দরপত্র মূল্যায়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে
		• ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনের অবশিষ্ট ২২৫ কি.মি. রেল লাইন ডুয়েল গেজে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন'২০১৫ এর মধ্যে টিপিপি/ডিপিপি প্রণয়ন করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	• দ্রুত ডিপিপি/টিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ঐ
৭	রেলওয়ের জমি হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে উচ্ছেদের পর রেলওয়ের ভূমি ফেন্সিং বা কাটাতারের বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।	• অবৈধ উচ্ছেদ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ ও ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে উচ্ছেদকৃত জায়গায় কিছু অংশে ফেন্সিং এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া আনসার নিয়োগের মাধ্যমেও উচ্ছেদকৃত জায়গায় যাতে পুর্নদখল না হয় এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্ছেদকৃত জমির বিষয়ে প্রতিমাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।	• ঢাকা-টঙ্গী এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। ভবিষ্যতে অবৈধ উচ্ছেদকৃত রেলওয়ের ভূমি যাতে আবারও বেদখল না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও এডিজি (অবকাঠামো) বাংলাদেশ রেলওয়ে
৮	বাহাদুরাবাদ ঘাট-বালাশী'র মধ্যে মাল্টিপারপাস টানেল নির্মাণ করতে হবে যাতে গাইবান্ধা ও জামালপুরসহ উভয় অঞ্চলের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।	• বিষয়টি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।	• প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
৯	রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকল্পে রেলওয়ে পুলিশকে শক্তিশালী করতে হবে। বিমান বন্দরের ন্যায় আধুনিক প্রযুক্তিতে মালামাল ও যাত্রীদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	• রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (RNB) ও সরকারী রেলওয়ে পুলিশ (GRP) কে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এ লক্ষে রেলওয়ে পুলিশের জন্য দু'টি নতুন জেলা সৃষ্টিসহ একটি নতুন জনবল কাঠামো প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। • রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আইনের খসড়া ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ কমিটির নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত পাওয়া গিয়েছে। আইনটি বর্তমানে অর্থ বিভাগের মতামতের অপেক্ষায় রয়েছে। • রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক স্ক্যানার মেশিন ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যাত্রী নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ের কমলাপুর, ঢাকা বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং রাজশাহী স্টেশনে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও দুই জোনের যে সকল স্টেশনে সিসিটিভি স্থাপন করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে স্টেশনগুলোকে সিসিটিভির আওতায় আনার ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।	• নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও এডিজি (অপারেশন/ অবকাঠামো) বাংলাদেশ রেলওয়ে
১০	ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-কুমিল্লা, ঢাকা-জয়দেবপুর, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-জামালপুর সেকশনসমূহে কমিউটার ট্রেন চালু করতে হবে যাতে এ সকল এলাকার লোকজন প্রত্যেক দিন ঢাকায় এসে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম শেষে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন।	• যাত্রী সাধারণের ক্রম বর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার মোট ৯৬ টি নতুন ট্রেন চালু করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিউটার ট্রেন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে চীন হতে সংগৃহীত ২০ সেট ডেমু ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে যাত্রীবাহী কোচ এবং আরোও ডেমু সংগ্রহের কয়েকটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোচ সংগ্রহের পর আগামীতে ঢাকা-টাঙ্গাইলসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রুটে কমিউটার ট্রেন চালু করা হবে। ঢাকা-কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের মধ্যে কমিউটার ট্রেন চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে ২ সেট ডেমু ক্রয়ের একটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।	• নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও অতিঃ মহাপরিচালক (আরএস/অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে
১১	সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রিফুয়েলিং এর সুবিধা প্রবর্তন করতে এবং রেলওয়ের মাধ্যমে জেট ফুয়েল সিলেটে পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে রেলব্রীজ মেরামত/নতুনভাবে নির্মান করতে হবে।	• সিলেটে এভিয়েশন ফুয়েল পরিবহণের জন্য ৮১ টি মিটারগেজ ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ২৭ টি ওয়াগন দ্বারা সিলেটে এভিয়েশন ফুয়েল পরিবহণ করা হবে এবং বাকী ওয়াগন দ্বারা আপাততঃ জ্বালানী তেল পরিবহন করা হবে।	• চাহিদার ভিত্তিতে জেট ফুয়েল পরিবহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, অতিঃ মহাপরিচালক (আরএস) ও প্রঃ প্রকৌঃ (পূর্ব) বাংলাদেশ রেলওয়ে

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
১২	যাত্রীবাহী ট্রেনের সাথে লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত করতে হবে যাতে লোকজন ট্রেনে চলাচলের সময় সহজেই প্রয়োজনীয় পণ্য/মালামাল পরিবহণ করতে পারেন।	• বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্রডগেজ ও মিটারগেজ সেকশনে গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃনগর, মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে লাগেজভ্যান সংযুক্ত রয়েছে। ভবিষ্যতে চাহিদার প্রেক্ষিতে আরো অধিকসংখ্যক লাগেজভ্যান সংযুক্ত করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য নতুন লাগেজভ্যান সংগ্রহ/মেরামতের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্বাঞ্চল রেলওয়েতে ৫০টি মিটার গেজ লাগেজ ভ্যানের মধ্যে ১৮টি সচল আছে এবং এগুলো দ্বারা মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩২টি লাগেজভ্যান মেরামত সম্পন্ন হলে চাহিদানুসারে ট্রেনসমূহে লাগেজভ্যান সংযুক্ত করা হবে।	• বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ করতঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক লাগেজ ভ্যান সংগ্রহ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও অতিঃ মহাপরিচালক (আরএস/অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় একটি তহবিল গঠন করা যেতে পারে।	• তহবিল গঠনের বিষয়টি বাংলাদেশ রেলওয়ে যাচাই-বাছাই করছে। যাচাই-বাছাই শেষে একটি প্রস্তাব শীঘ্রই রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	• আগামী ১ মাসের মধ্যে একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও (কল্যাণ ট্রাস্ট)
১৪	রেলওয়ের অব্যাহত উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো তৈরী করতে হবে।	• রেলওয়ের অব্যাহত উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে এডিবি'র অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়েতে "রেলওয়ে রিফর্ম" প্রকল্প চলমান রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত ১২.০৫.২০১৫ তারিখে জনবল কাঠামোর একটি খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনটি যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।	• আগামী ১ মাসের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সংস্থাপন) বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৫	রেলওয়ে এ্যাক্ট ও মোবাইল কোর্ট অর্ডিন্যান্স, ২০০৯ পরীক্ষা করে রেলওয়ের ট্রাফিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	• বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জানানো হয়েছে যে, মোবাইল কোর্ট অর্ডিনেন্স ২০০৯ মোতাবেক প্রশাসন ক্যাডার ব্যতিত অন্য কোন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের সুযোগ নেই। বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রেষণে কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ও বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাদের অনুকূলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হবে। ডিজি, বিআর এর নিকট হতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাওয়ার পর ব্যবস্থা গৃহীত হবে।	• বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রেষণে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, অতিঃ মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
১৬	ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ের সম্প্রসারণে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সহযোগিতার বিষয়টি পৃথকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।	• এ বিষয়ে ২৬.০৬.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে অতিরিক্ত মহাপরিচালক/ আই (বাংলাদেশ রেলওয়ে), যুগ্ম সচিব (বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), প্রধান প্রকৌশলী (বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী/ট্যাক/পূর্ব (বাংলাদেশ রেলওয়ে), পরিচালক/ প্রশাসন ও অর্থ (র‍্যাব সদর দপ্তর, ঢাকা) এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), ঢাকা এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। • কমিটি কর্তৃক ৩০.১০.২০১৪ তারিখে ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনের আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।	• এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাথে পুনরায় একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, অতিঃ মহাপরিচালক (অবকাঠামো) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
১৭	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য ফরিদপুর অঞ্চলে (বিশেষ করে ফরিদপুর বা রাজবাড়িতে) একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণ করতে হবে।	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রাজবাড়ীতে একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণের লক্ষ্যে টিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	• আগামী ১ মাসের মধ্যে টিপিপি/ডিপিপি প্রস্তুত করে দ্রুত রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৮.	দেশের বন্ধ হওয়া সকল রেললাইন পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে।	• বাংলাদেশ রেলওয়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনটি পুনরায় চালু করা হয়েছে। • ২৮.০১.২০১৫ তারিখে সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন শেষে ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। • বিরল-রাধিকাপুর সেকশনের পুনর্বাসন কাজ চলমান। • কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পটির আরডিপিপি বর্তমানে একনেক এর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। (ইতোমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে) • পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	দেশের বন্ধ হওয়া অন্যান্য সকল রেল লাইন চালুর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৯	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম করিডোরে একটি হাই স্পিড ট্রেন (বুলেট ট্রেন) চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	• এ ব্যাপারে পিডিপিপি তৈরী করে গত ২৩.১১.২০১৪ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশন হতে বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য তা ২৩.০৩.২০১৫ তারিখে ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।	• প্রকল্পের অর্থায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য ইআরডির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত-সচিব (উন্নঃ ও পরিঃ)

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
২০	ভবিষ্যতে সকল ধরনের রেলওয়ে ট্র্যাক ডুয়েলগেজ/ব্রড গেজ স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণ করতে হবে।	এ লক্ষে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ • আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর। • প্রকল্পটি ২৩.১২.২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের পাশাপশি টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। • ঢাকা চট্টগ্রাম সেকশনে অবশিষ্ট ২২৫ কিঃমিঃ ডুয়েলগেজ রেললাইনের নির্মাণের টিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। • দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত এবং রামু হয়ে মিয়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ। এডিবি'র আরসিআই প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। • বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাক রেল সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের মতামত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের ডুয়েলগেজ নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্পের আরডিপিপি একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। (অনুমোদিত) • বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা থেকে নারায়নগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটার গেং লাইনের সমান্তরালে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি ২০.০১.২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে সকল রেললাইন ডুয়েল গেজ/ব্রডগেজ-এ নির্মাণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।	কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। -	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে
২১	দেশের বিদ্যমান রেলওয়ে কারখানাগুলোকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে লোকোমোটিভ ও কোচ তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিদেশ হতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টকসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৪ টি লোকোমোটিভ ও ২ টি কোচ মেরামত কারখানা রয়েছে। তবে, এ ওয়ার্কসপগুলো অনেক পুরাতন এবং অবকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। সৈয়দপুর ও পাহাড়তলীতে দুটি বৃহৎ ক্যারেজ ও ওয়াগন মেরামত কারখানা আধুনিকায়নের প্রকল্প চলমান রয়েছে।	• বিদ্যমান রেলওয়ে কারখানাসমূহ আধুনিকায়নের জন্য সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও এডিজি (আরএস) বাংলাদেশ রেলওয়ে
২২	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মিয়ানমারের গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ করতে হবে।	• প্রকল্পটি ১নং ক্রমিকে আলোচিত হয়েছে।	-	-

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
২৩	প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, নেপাল ও মিয়ানমার এর সাথে রেল যোগাযোগ চালুর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে সুবিধাজনক ও কার্যকরী রেলওয়ে লিংক তৈরী করতে হবে।	বর্তমানে ভারতের সাথে দর্শনা-গেদে, বেনাপোল-পেট্রাপোল, রোহনপুর-সিঙ্গাবাদ রুটে রেল যোগাযোগ চালু আছে। প্রতিবেশী অন্যান্য দেশসমূহের সাথে রেল সংযোগ চালুর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে মিসিং লিংক **(Missing Link)** সমূহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের নিম্নলিখিত ৩টি রুট অন্তর্ভুক্ত আছে: ➢ টার-রুট ১ ঃ গেদে (ভারত)-দর্শনা-ঈশ্বরদী-বঙ্গবন্ধু সেতু-জয়দেবপুর-টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারী-গুনদুম-মায়ানমার বর্ডার • সাব-রুটঃ টঙ্গী-ঢাকা • সাব-রুটঃ আখাউড়া-কুলাউড়া-শাহবাজপুর ➢ টার-রুট ২ ঃ সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-আব্দুলপুর- ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট। ➢ টার-রুট ৩ ঃ রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল-দিনাজপুর-পার্বতীপুর- আব্দুলপুর- ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট/সাব-রুট। • উপর্যুক্ত রুটসমূহের মধ্যে রেল সংযোগ চালু/স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ঃ • দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণের জন্য এডিবি'র আরসিআই প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনে সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণের প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পাবর্তীপুর–কাঞ্চন–পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন–বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল–বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর প্রকল্পের ভৌত কাজ সমাপ্তির পথে। • নেপালের সাথে বর্তমানে রহনপুর (বাংলাদেশ)-সিংগাবাদ (ভারত) রুটে ভারত হতে নেপাল ট্রানজিট সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া অপর নেপাল ট্রাফিকের রুট হচ্ছে বাংলাদেশের পার্বতীপুর-দিনাজপুর-কাঞ্চন-বিরল হয়ে ভারতের রাধিকাপুর-কাটিহার-রক্সল (ভারত) হতে সড়কপথে নেপালের বীরগঞ্জ। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বিরল ও ভারতের রাধিকাপুর এর মধ্যে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মিটারগেজ রেল যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় অংশের রেললাইন রাধিকাপুর পর্যন্ত এমজি হতে বিজিতে রূপান্তর করায় এবং বাংলাদেশ অংশে এমজি রেললাইন থাকায় গত ০১ এপ্রিল ২০০৫ হতে এ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। উক্ত সেকশনের পুনঃসংযোগের উদ্দেশ্যে মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং ব্রডগেজে রূপান্তরের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে যা ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে শেষ হবে মর্মে আশা করা যায়। এ রুটটি চালু হলে ভারতের সাথে ইন্টারচেঞ্জ এবং নেপালের সাথে ট্রানজিট চালু করা যাবে।	• কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
		• চিলাহাটি (বাংলাদেশ) - হলদিবাড়ী (ভারত) রেলরুটটি ভুটানের সাথে ব্যবহার করে করে বাংলাদেশের মংলা পোর্ট বা অন্যকোন ব্রডগেজ সেকশন হতে মালামাল স্থানান্তর ব্যাতিরেকে ভুটান সংলগ্ন ভারতীয় বর্ডার স্টেশন হাসিমারা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। এ জন্য বাংলাদেশ অংশে চিলাহাটি হতে ভারতের বর্ডার পর্যন্ত ৭.৫ কিঃমিঃ রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজন হবে। এছাড়া ভুড়িমারি-চেংরাবান্ধা রুটটি ভুটান ট্রানজিট ট্রাফিক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এজন্য বাংলাদেশ অংশে বুড়িমারি হতে চেংড়াবান্ধা পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ এবং ভারতীয় অংশে বামনহাট থেকে চেংরাবান্ধা পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ Missing Link পূর্ণবাসন করতে হবে। • প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে রেল সংযোগ চালুর জন্য উল্লিখিত মিসিং লিংক (Missing Link) সমূহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।		
২৪	পায়রা ও মংলা সমুদ্র বন্দরের সাথে সরাসরি রেল লিংক স্থাপন করতে হবে।	• এ বিষয়ে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন চলমান রয়েছে।	• সমীক্ষার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে
২৫	ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া সকল রেল সংযোগ পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	• পূর্বে বিরল-রাধিকাপুর, শাহবাজপুর-মহিশাসন, চিলাহাটি-হলদিবাড়ী, বুড়িবাড়ী -চেংরাবান্ধা রুটে রেল যোগাযোগ চালু ছিল। বাংলাদেশ রেলওয়ে ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া এ সকল রেল সংযোগ পুনরায় চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	মহাপরিচালক ও এডিজি (আরএস) বাংলাদেশ রেলওয়ে
২৬	ভবিষ্যতে রেললাইন নির্মাণের জন্য এমন ভাবে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে যাতে পরবর্তীতে ডাবল লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পুনরায় ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন না হয়।	• ভবিষ্যতে নতুন রেল লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে ডাবল লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান রেখে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	মহাপরিচালক ও এডিজি (অবকাঠামো) বাংলাদেশ রেলওয়ে
২৭	৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ে যেন পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য এতে প্রয়োজনীয় প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	• ২০ বছর মেয়াদী রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যানে মোট ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬৭ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত ৬৭ টি প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৬৮৯০.৫১ কোটি টাকা। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।	• পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা/ অনুশাসন	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থা
২৮	ঢাকার শাহজাহানপুরস্থ রেলওয়ে হাসপাতালকে একটি আধুনিক জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে রূপান্তর করতে হবে। এতে রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হবে। তাছাড়া হাসপাতাল ও কলেজ হতে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে ব্যয় হবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক শাহজাহানপুরস্থ রেলওয়ে হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৩০.০৪.২০১৫ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। রেলওয়ে হাসপাতালটি 'রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল' নামকরণপূর্বক রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা সেবার কার্যক্রম শুরু করেছে।	• ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের নিমিত্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও এডিজি (অর্থ) বাংলাদেশ রেলওয়ে
২৯	ঢাকার চতুপার্শ্বে সার্কুলার ট্রেন চালু করতে হবে।	• গত ১৫.০২.২০১৫ তারিখে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৮.০৩.২০১৫ তারিখে প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে অনুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষাটি বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	• আগামী ১ মাসের মধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণা করতে হবে।	মহাপরিচালক ও প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩০	রেলওয়ের আয়ের একটি অংশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য রেখে অবশিষ্ট অংশ সরকারের খাতে জমা দেয়ার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।	• বর্তমানে Operating Ratio ১ এর উর্ধ্বে অর্থাৎ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। Operating Ratio ১ এর নিচে অর্থাৎ ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হলে এ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে।	• এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, এডিজি (অর্থ) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
৩১	রেলওয়ের উন্নয়নে যথাযথ বাজেট প্রণয়ন করে অর্থমন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করতে হবে।	• এ বিষয়ে আগামী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন খাতে নির্ধারিত সিলিং ৪৪৯৮.৮৩ কোটি টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৬৭৯৫.০০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১১২৯৩.৮৩ কোটি (জিওবি ৫৩৪৫.৮৩ কোটি এবং পিএ ৫৯৪৮.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য গত ২৫.০২.২০১৫ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে একটি আধাসরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	• ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।	অতিরিক্ত-সচিব (উন্নঃ ও পরিঃ), ও যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

০২। সভাপতি জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী। গত ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে তিনি যে সকল অনুশাসন প্রদান করেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি গণপরিবহন সংস্থা। সেবার মান বৃদ্ধি করে গণমানুষের আশা-আকাংখার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

০৩। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়।